সাথীর পথচলা:
সহনশীলতা ও আশার নতুন দিগন্ত

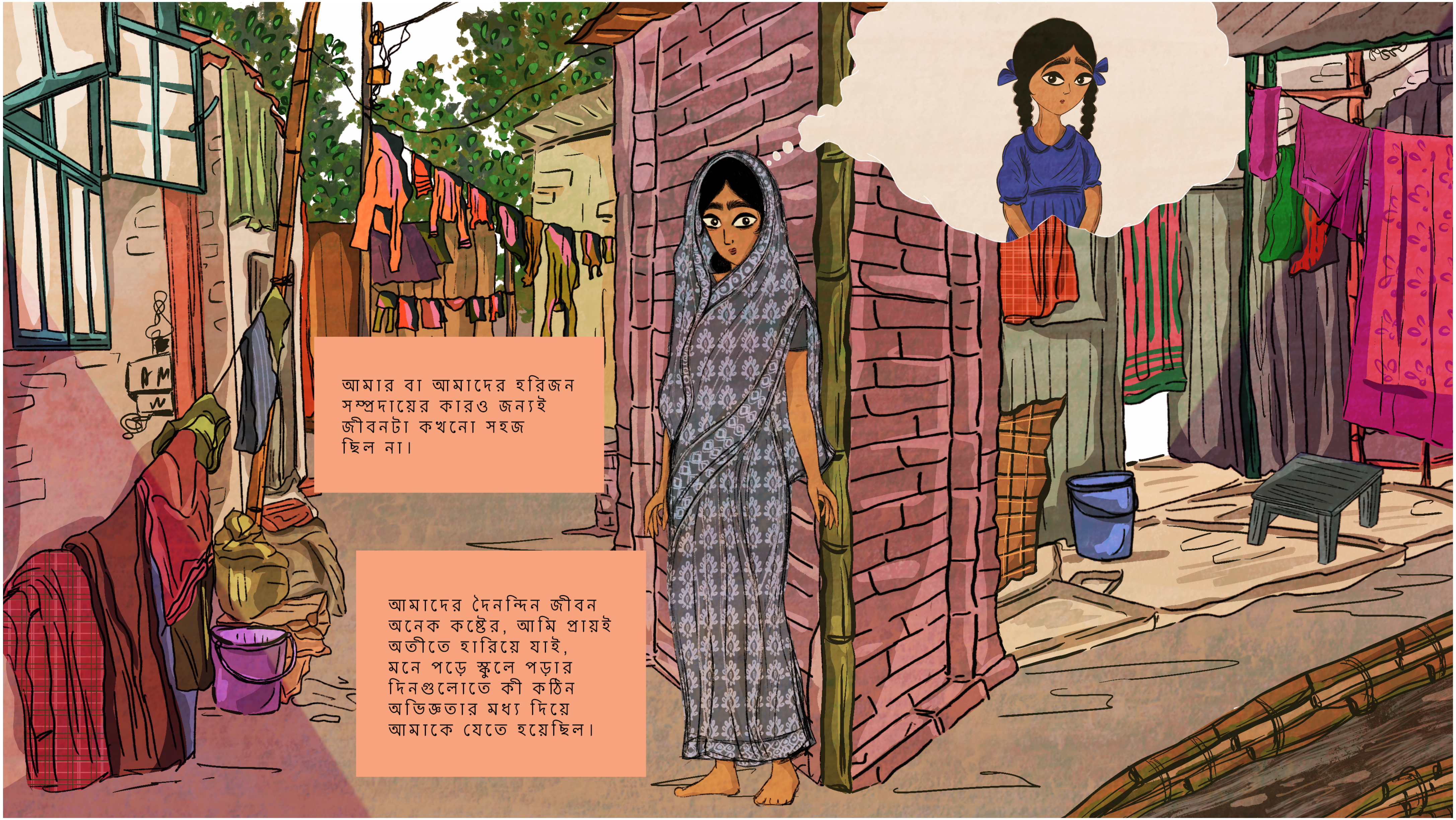

আমার বা আমাদের হরিজন সম্প্রদায়ের কারও জন্যই জীবনটা কখনো সহজ ছিল না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন অনেক কষ্টের, আমি প্রায়ই অতীতে হারিয়ে যাই, মনে পড়ে স্কুলে পড়ার দিনগুলোতে কী কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল।

একদিন টিফিনের ব্রেকে ম্যাডাম আমাকে টয়লেট পরিষ্কার করতে বললেন! শুনে আমি এতটাই হতভম্ব হয়েছিলাম যে সরাসরি না করে দিই। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে ঝাড়ু দেওয়া আর টয়লেট পরিষ্কার করাই তো হরিজনদের কাজ। এটাই আমার আসল পেশা, আর এতে আমার লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই!

পরিষ্কার করার পর আমি যখন ক্লাসে ফিরে গেলাম, আমাকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। সহপাঠীরা অভিযোগ করল যে আমার শরীর থেকে "দুর্গন্ধ" বের হচ্ছে, তারা আমার সাথে একই ঘরে বসতে রাজি হলো না।

মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে পরিবারকে সাফ জানিয়ে দিলাম, আমি আর কখনো ওই স্কুলে যাব না। যেখানে এমন অপমান সইতে হয়, সেখানে আমি কীভাবে শিখব? কিন্তু ওই স্কুলে না যাওয়ার অর্থ ছিল আমার পড়াশোনার একবারে ইতি টানা, কারণ আশপাশে যাওয়ার মতো দ্বিতীয় কোনো স্কুলও ছিল না।

সেই রাতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আমিঘুমাতেই পারিনি। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখেছি ভালো পড়াশোনা করব, যাতে নিজের পরিবার আর সমাজের ভাগ্যটা পরিবর্তন করতে পারি। ব্যাপারটা খুব অন্যায় মনে হচ্ছিল। আমি নিজের পরিস্থিতি মেনে নিয়ে ছোট পরিধির মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের সাথে মানিয়ে নিতে চাইনি।

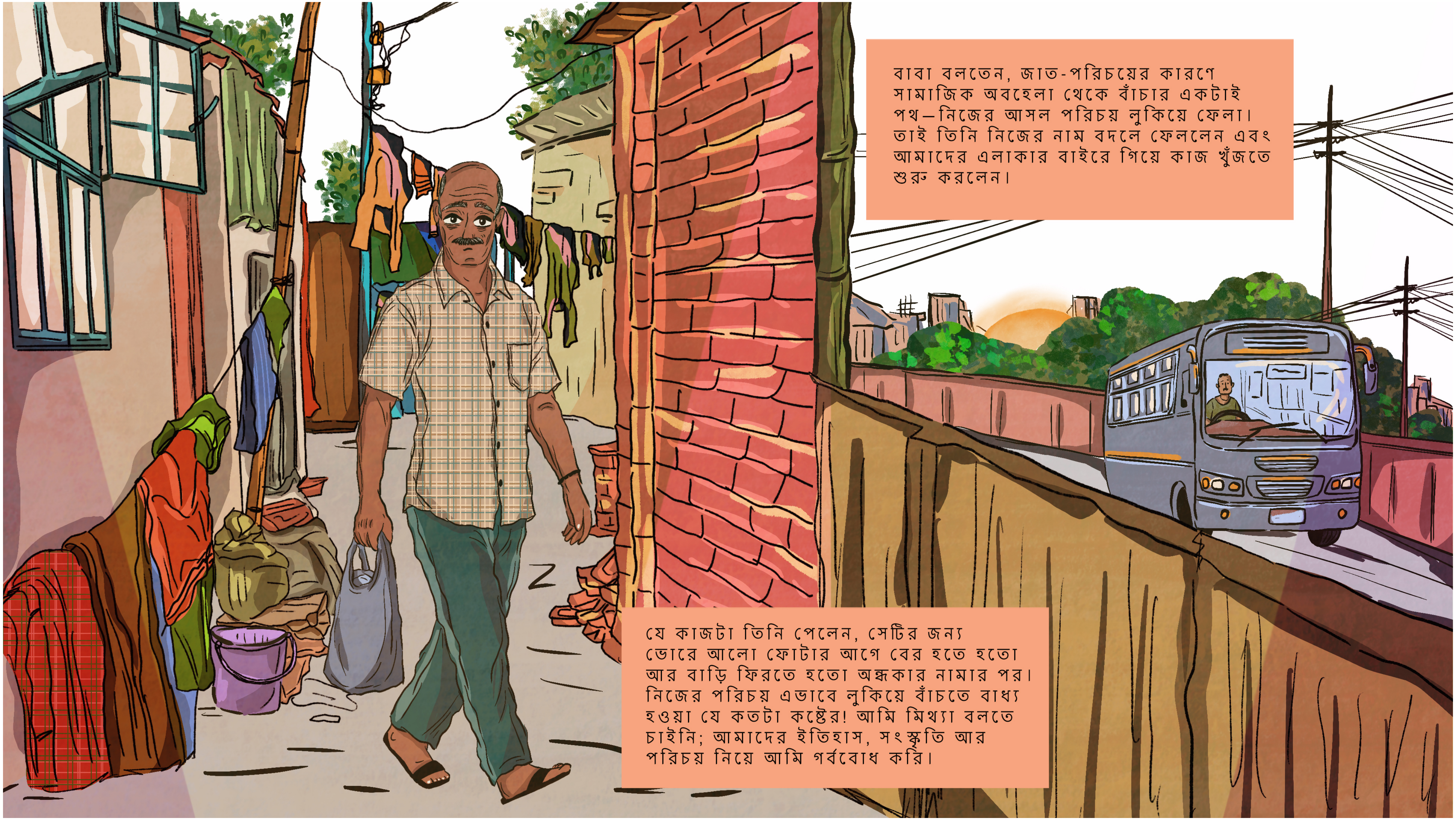

বাবা বলতেন, জাত-পরিচয়ের কারণে সামাজিক অবহেলা থেকে বাঁচার একটাই পথ—নিজের আসল পরিচয় লুকিয়ে ফেলা। তাই তিনি নিজের নাম বদলে ফেললেন এবং আমাদের এলাকার বাইরে গিয়ে কাজ খুঁজতে শুরু করলেন।

যে কাজটা তিনি পেলেন, সেটির জন্য ভোরে আলো ফোটার আগে বের হতে হতো আর বাড়ি ফিরতে হতো অন্ধকার নামার পর। নিজের পরিচয় এভাবে লুকিয়ে বাঁচতে বাধ্য হওয়া যে কতটা কষ্টের! আমি মিথ্যা বলতে চাইনি; আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর পরিচয় নিয়ে আমি গর্ববোধ করি।

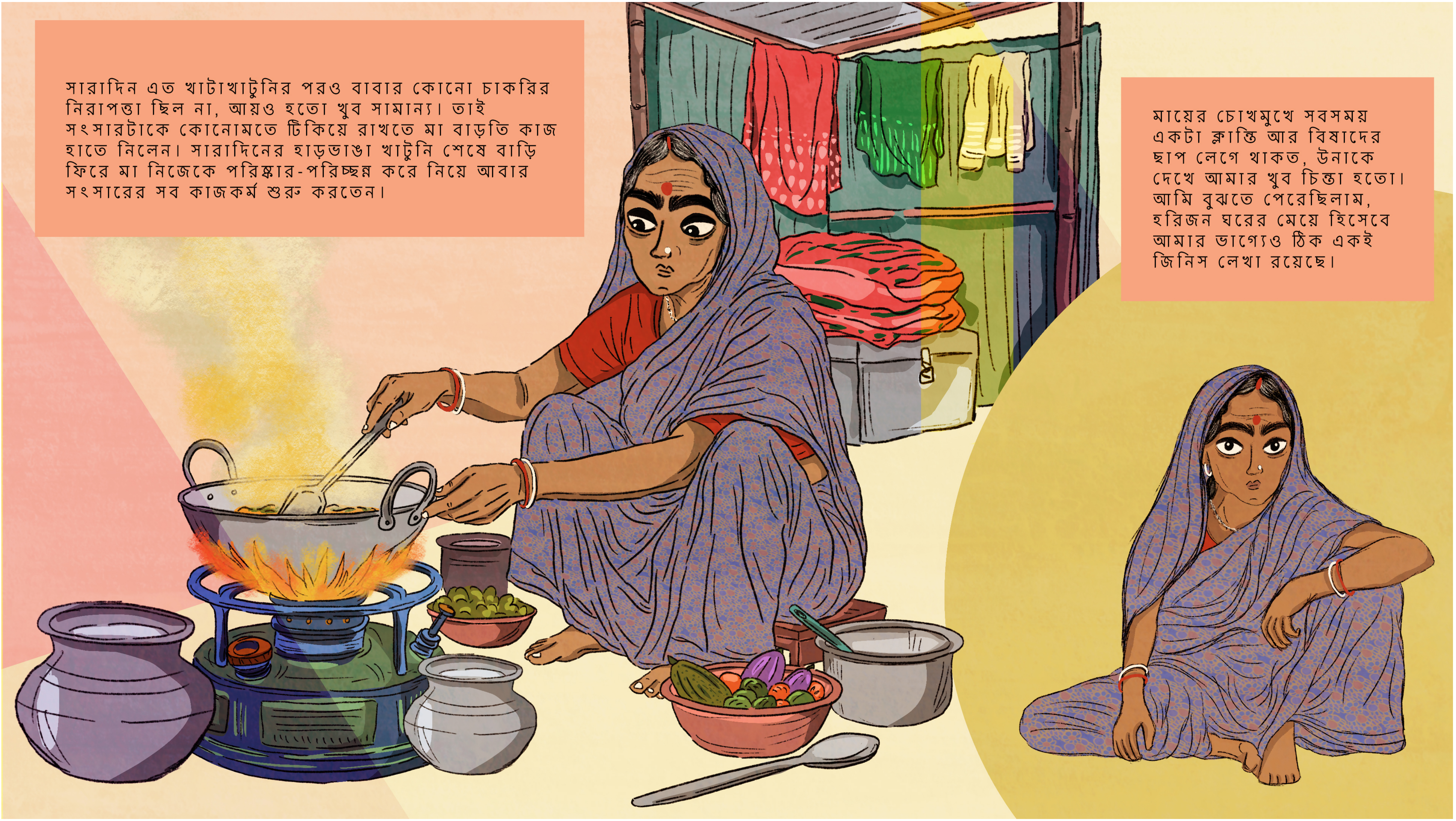

সারাদিন এত খাটাখাটুনির পরও বাবার কোনো চাকরির নিরাপত্তা ছিল না, আয়ও হতো খুব সামান্য। তাই সংসারটাকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখতে মা বাড়তি কাজ হাতে নিলেন। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে বাড়ি ফিরে মা নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে আবার সংসারের সব কাজকর্ম শুরু করতেন।

মায়ের চোখমুখে সবসময় একটা ক্লান্তি আর বিষাদের ছাপ লেগে থাকত, উনাকে দেখে আমার খুব চিন্তা হতো। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, হরিজন ঘরের মেয়ে হিসেবে আমার ভাগ্যেও ঠিক একই জিনিস লেখা রয়েছে।

সংসারে অভাব-অনটনের কারণে কম বয়সেই আমার আর আমার বোনের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। তাতে কিন্তু কোনো সমস্যারই সমাধান হলো না। বিয়ের কিছুদিন পরই আমার স্বামী মারা যান, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বাধ্য হয়ে আবার বাবা-মায়ের বাড়িতেই আশ্রয় নিতে হলো। অন্যদিকে আমার বোনও শ্বশুরবাড়িতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বিয়ের দুই বছর পর বাপের বাড়ি ফিরে এল। ওকে যে কতখানি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা আমি চিন্তাও করতে পারিনা।

জীবনটা যেন দিনে দিনে আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠছিল। বাবাকে নিয়ে আমাদের ভয় হতে লাগল—তিনি একেবারেই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, একদম হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন।

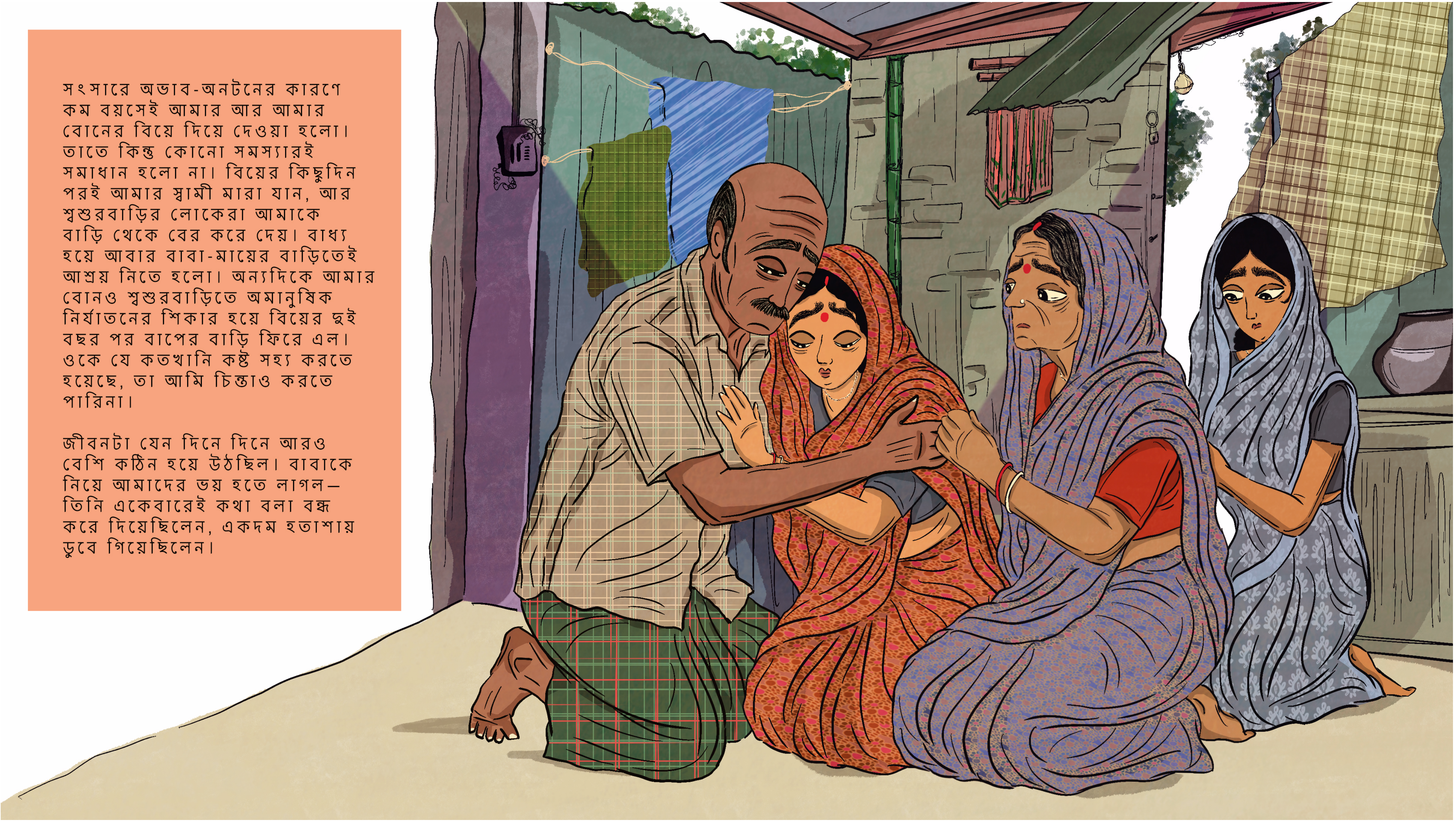

যাই হোক, মায়ের সাহসে আমার বোন আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করে এবং একসময় একটি সরকারি চাকরিও পায়। খবরটা শোনামাত্রই আমার বোনের স্বামী এসে ওকে জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, অথচ ততদিনে সে আরেকটা বিয়ে করে ফেলেছে!

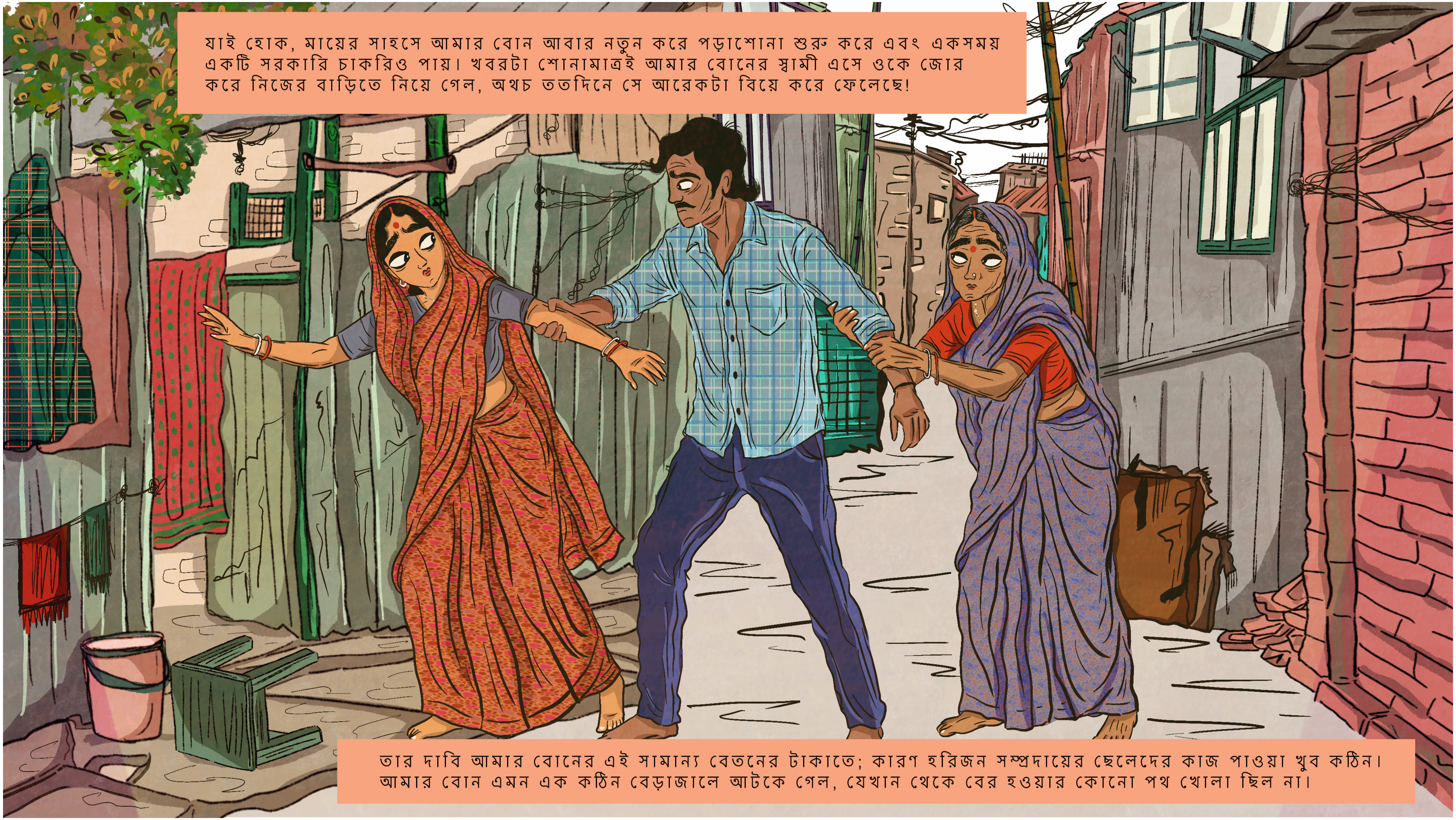

তার দাবি আমার বোনের এই সামান্য বেতনের টাকাতে; কারণ হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলেদের কাজ পাওয়া খুব কঠিন। আমার বোন এমন এক কঠিন বেড়াজালে আটকে গেল, যেখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ খোলা ছিল না।

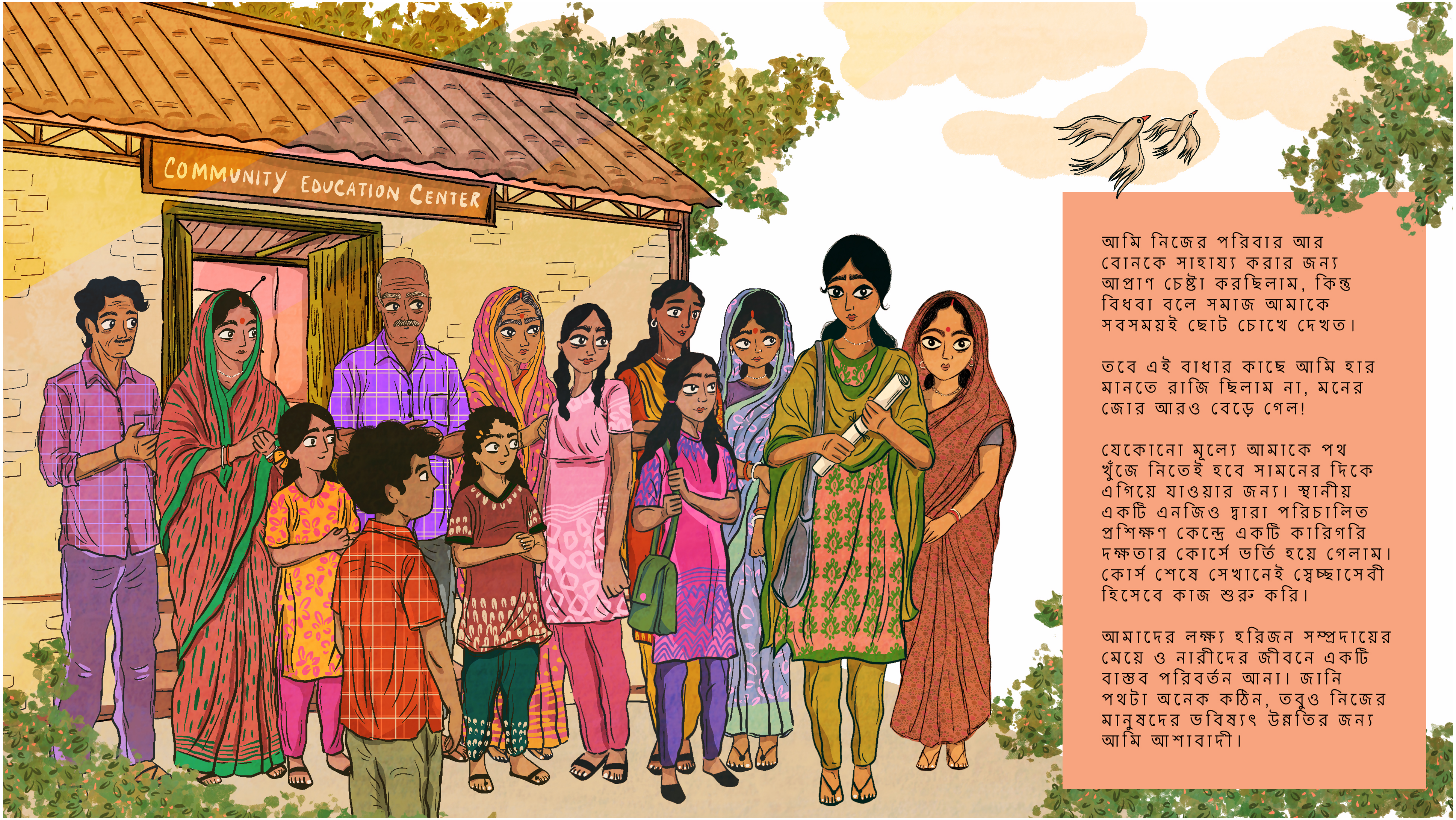

আমি নিজের পরিবার আর বোনকে সাহায্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বিধবা বলে সমাজ আমাকে সবসময়ই ছোট চোখে দেখত।

তবে এই বাধার কাছে আমি হার মানতে রাজি ছিলাম না, মনের জোর আরও বেড়ে গেল!

যেকোনো মূল্যে আমাকে পথ খুঁজে নিতেই হবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। স্থানীয় একটি এনজিও দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি কারিগরি দক্ষতার কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। কোর্স শেষে সেখানেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরু করি।

আমাদের লক্ষ্য হরিজন সম্প্রদায়ের মেয়ে ও নারীদের জীবনে একটি বাস্তব পরিবর্তন আনা। জানি পথটা অনেক কঠিন, তবুও নিজের মানুষদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আমি আশাবাদী।

Sathi's Journey: The Path to Resilience and Hope
সাথীর পথচলা: সহনশীলতা ও আশার নতুন দিগন্ত

This storyboard, designed with community researchers, represents a fictional character ('Sathi'), but all the storylines are based on real-life examples from our participatory field research with Harijon families in Bangladesh.

Credits

Produced with research from:

Researchers
Ruhi Naz, Abdul Kader,
Matiur Rahman, Babul Sutradhar,
Shree Shuvo Bashfor, Hridoy Bashfor,
Shree Antor, Brishti Rani Rai,
Rita Biswas, Pranto Das,
Kumari Sriti Rani and Dr Sally Cawood

Scriptwriter
Daniel Locke

Illustration
Debasmita Dasgupta

Production
PositiveNegatives

Director
Dr Benjamin Worku-Dix

Special Thanks to
All community members who participated in our research.

ESRC-funded research project 'Hazardous Sanitation Labour: Connecting the Past, Present and Future of Manual Scavenging in Bangladesh'

In Partnership with

Produced by

Stories Drawn from Research
www.positivenegatives.org
@PosNegOrg